



# করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা



বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ  
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ

করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা



# করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

সমীক্ষা পরিচালনা  
সীমা মোসলেম  
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

রীনা আহমেদ  
সম্পাদক  
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ  
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

প্রতিবেদন প্রণয়ন  
শাহজাদী শামীমা আফজালী  
সালেহা বানু  
আফরুজা আরমান  
জিনাত আরা



বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

সুফিয়া কামাল ভবন

১০/বি/১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০। ফোন: +৮৮০ ২ ২২৩৩৫২৩৪৪; ফ্যাক্স: ৯৫৬৩৫২৯

E-mail: info@mahilaparishad.org, Web: www.mahilaparishad.org

# করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

প্রকাশকাল

২০২১

প্রকাশক

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ  
কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

তিস্তা প্রিন্টার্স  
আরামবাগ, মতিবিল  
ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ ও গ্রফিক্স ডিজাইন

আবু সাঈদ তুহিন

প্রকাশনা সহযোগী

খলিল মজিদ

## সূচিপত্র

প্রসঙ্গ কথা ॥ সীমা মোসলেম	৬
উপপরিষদ সম্পাদকের কথা ॥ রীনা আহমেদ	৮
বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পাঠচক্র ও তরুণ প্রজন্ম ॥ শাহজাদী শামীমা আফজালী	১০
কোভিড-১৯ ও তরুণ সমাজ ॥ আফরুজা আরমান	১৫
‘করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা’ শীর্ষক অনলাইন পাঠচক্র প্রেক্ষাপট উদ্দেশ্য	১৯
করোনা প্রভাব সম্পর্কে তরুণদের ভাবনা/মতামত: শিক্ষা হতাশাগ্রস্ত/ মানসিক সমস্যার শিকার বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন অন্যান্য ইতিবাচক বক্তব্য	২১
করণীয়: শিক্ষা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি রোধ হতাশা থেকে মুক্তি লাভের উপায় নিজেদের মোটিভেট করা উদ্যোক্তা হওয়া করোনাকালীন সচেতনতামূলক কাজ সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ	২৫
উপসংহার	৩১



কিশোর ও তরুণরা নিজেদের নানা অপকর্মে যুক্ত করে ফেলছে। সাইবার ক্রাইমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিশোর বাহিনী তৈরি হচ্ছে। অনেকে মানসিক ট্রমার মধ্যে চলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ছাত্র, কিশোর, তরুণ সমাজ একটা শূন্যতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তরুণসমাজকে এই নৈরাজ্য থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি নিয়ে তরুণসমাজের মধ্যে কি ভাবনা কাজ করছে, এখান থেকে উত্তরণের পথই বা কি বলে তারা মনে করে ইত্যাদি জানার জন্য তরুণদের নিয়ে ১১টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাঠটি বিভাগের .....জন তরুণ পাঠচক্রগুলিতে অংশগ্রহণ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আজকের দিনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য যেমন প্রয়োজন, একইভাবে এই করোনা অতিমারীতে তরুণদের সমস্যা ও ভাবনার একটি চিত্র এখানে আমরা পাব যা ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো গভীর কোন গবেষণায় রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারবে।

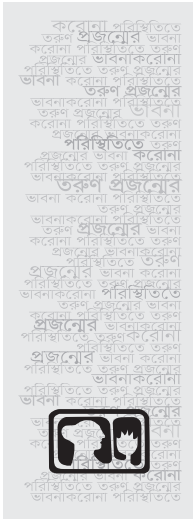
প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের সম্পাদক ও সকল সদস্যকে এই সময় উপযোগী কাজটি পরিচালনার জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষক ও সমাজ বিশ্লেষকরা এই গবেষণা প্রতিবেদনটি ব্যবহার করলে তাদের শ্রম সার্থক হবে।

সীমা মোসলেম

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটি





## উপপরিষদ সম্পাদকের কথা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের ৫০ বছরের পথচলা একটি অসাম্প্রদায়িক, স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন হিসেবে। নারী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ করে চলেছে। বাংলাদেশের ৫১টি জেলায় মহিলা পরিষদের শাখা রয়েছে। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নারীসমাজকে তাদের নিজ অধিকার সম্পর্কে দক্ষ ও সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ বহুমাত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সংগঠনের বহুমাত্রিক কাজের একটি অংশ হচ্ছে জেডার সংবেদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে নানামুখী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা, একই সঙ্গে তরুণদের জন্য পাঠচক্রের আয়োজন করা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তরুণদের যুক্ত করা, যাতে তারা নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। পাঠচক্রে সাম্প্রতিক বিষয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নারী অধিকার বিষয়ে তরুণদের সাথে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যঝুঁকি নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব তরুণসমাজকে অধিকতর সংকটে উপনীত করছে। বিশেষভাবে শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

করোনার এই সংকট তরুণসমাজের মধ্যে কি প্রভাব বিস্তার করছে, তারা এই সংকট নিয়ে কি ভাবছেন সেটি জানার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রসহ ১০টি জেলা শাখায় তরুণ সদস্যদের নিয়ে “করোনা পরিস্থিতি: তরুণসমাজের ভাবনা” শীর্ষক অনলাইন পাঠচক্র পরিচালনা

করা হয়েছে, যেখানে কেন্দ্র ও জেলা শাখার তরুণ-তরুণীরা অংশগ্রহণ করেছে। পাঠচক্র হতে প্রাপ্ত সুপারিশ-এর ভিত্তিতে এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কিভাবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়মূলক কাজ করার মধ্য দিয়ে তরুণরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে, এই বিষয়ে একটি দিক নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনটি একটি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মহিলা পরিষদের জেলা শাখার সংগঠকদের আন্তরিক সহযোগিতায় অনলাইন পাঠচক্র পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই প্রতিবেদনটি সার্বিকভাবে পরিচালনা করেছেন সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম। তাঁকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

অনলাইন পাঠচক্র পরিচালনা ও প্রতিবেদন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য উপপরিষদের সিনিয়র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা শাহজাদী শামীমা আফজালী ও সহকারী প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা সালেহা বানু, গবেষণা কর্মকর্তা আফরুজা আরমান এবং লাইব্রেরিয়ান ও ডকুমেন্টালিস্ট জিনাত আরাকে ধন্যবাদ জানাই।

**রীনা আহমেদ**

সম্পাদক

প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও গাঠাগার উপ-পরিষদ

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ



টেকসই স্থায়িত্বের লক্ষ্যে বর্তমান শক্তি একত্রীকরণ, নেতৃত্বের শক্তিবৃদ্ধি এবং শক্তি হিসাবে তরুণ প্রজন্মকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে তখন থেকেই বিশেষভাবে আলোকপাত করেছে।

নব্বই-এর দশকের পর মহিলা পরিষদের সংগঠনকে বিস্তৃত করা ও নারীসমাজকে সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষিত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে ভিয়েনা, বেইজিং-এর কর্মসূচি ও ভাবনার প্রভাব বিশেষ লক্ষ্যণীয়। জ্ঞান, তথ্য-তত্ত্বের বিস্তার তথা বিতরণের ক্ষেত্রে মহিলা পরিষদ নতুন নতুন কর্ম-পদ্ধতি তৈরি করে। বিশেষ করে জনসংখ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ তরুণ জনগোষ্ঠী যাতে জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, নতুন প্রজন্মের নারী-পুরুষ যাতে একই সঙ্গে হাতে হাত ধরে একটি সমতাপূর্ণ ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠনের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে এই লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনায় তরুণদের নিয়ে পাঠচক্র যুক্ত হয়।

আমরা জানি যে, যৌথভাবে জ্ঞান চর্চার নাম পাঠচক্র। এই চর্চা বহু প্রাচীন। প্রাচীন গ্রীস বা ভারতীয় সভ্যতায় যৌথ পাঠগ্রহণের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি এমনসব বিষয়ের জটিল ও তাত্ত্বিক দিকগুলোকে যৌথভাবে বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সঠিক ধারণায় পৌঁছানোর সহজ জায়গা হচ্ছে পাঠচক্র। আমাদের সমাজেও পাঠচক্র একটি বহুল প্রচলিত চর্চা। আধুনিক সাহিত্য, দর্শন ও রাজনৈতিক গ্রন্থ পাঠের ক্ষেত্রে এমন চর্চার পরিমাণ কম হলেও একেবারে শূন্য নয়। সৃজনশীল, প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যকর্মীরা এমন পাঠচক্রকে নিজেদের চেতনা ও উপলব্ধির জায়গাকে সমৃদ্ধ করার বলিষ্ঠ উপকরণ হিসেবে মনে করেন।

তরুণ প্রজন্মকে সংগঠনের সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আন্দোলনের ধারাকে অধিকতর বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ নিয়মিতভাবে পাঠচক্র পরিচালনা করে থাকে। প্রথমে কেন্দ্রীয় ভাবে, পরবর্তীতে সংগঠনের জেলা শাখাগুলোতে মাসিক পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্রে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের মননশীলতাকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করে। এছাড়া সদস্যদের এর মধ্য দিয়ে পাঠচক্র চর্চার একটি বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়, যে অভিজ্ঞতাকে সারাজীবন কাজে লাগানো সম্ভব। জ্ঞান চর্চা ও মননশীলতার জায়গায় পাঠচক্রের মাধ্যমে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম নিজেদের মতো করে চর্চা এবং নিজেদের শাণিত করতে পারেন এই লক্ষ্য নিয়েই পাঠচক্রের সূচনা। পাঠ, আলোচনা ও চর্চার কোন বিকল্প নেই। একটি যুক্তিনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠায় পাঠচক্র পুষ্টিকর খাদ্যস্বরূপ।

নারীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠনের সংগঠক, কর্মী ও সদস্যদের পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী আন্দোলনের কর্মধারা, পদ্ধতি ও বিভিন্ন নতুন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান এবং তত্ত্বগত ধারণায় সমৃদ্ধ করা প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদের মূখ্য কাজ। সেই লক্ষ্যে উপ-পরিষদ নিয়মিতভাবে সদস্য, সংগঠক ও

কর্মীদের জন্য বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ-পরিষদ সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সার্টিফিকেট কোর্স, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি তরুণপ্রজন্মকে নারী আন্দোলনের কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এবং সংগঠনে নতুন প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠচক্র পরিচালনা করে থাকে। তরুণ প্রজন্মের নারীআন্দোলন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে পারস্পরিক জ্ঞানের আদান প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপপরিষদ নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে পাঠচক্রের আয়োজন করে আসছে। পাঠচক্রের মাধ্যমে তাদের পাঠাভ্যাস, চর্চা এবং লব্ধজ্ঞানের পারস্পরিক মতামত প্রদানের মাধ্যমে আগামীতে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবে তৈরির প্রয়াস চলছে। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়া থেকে শুরু করে সাংবাদিক, পেশাজীবী, শ্রমজীবী নারী এমনকি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সাথে প্রতিনিয়ত নেটওয়ার্কিং করে থাকে। তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে সংগঠন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পাঠচক্র করে থাকে, যার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নারী-পুরুষ সমানাধিকার মনোভাব তৈরি হয়। কারণ, সহিংসতা মুক্ত সমাজ গড়তে তরুণদের সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে, যেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর হয়ে একটি সমতাপূর্ণ মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহিলা পরিষদ মনে করে, নারীর ক্ষমতায়ন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তরুণ প্রজন্মের শক্তিশালী অংশীদারিত্বের প্রয়োজন রয়েছে।

**স্কুল-ক্যাম্পাসভিত্তিক পাঠচক্র :** ২০১২ সালে পাঠচক্রের আঙ্গিকে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। সমাজে নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা প্রতিরোধ করে নির্যাতনমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার সারথী হলো আজকের দিনের তরুণ প্রজন্ম। যেকোন নির্যাতনের বিরুদ্ধে তরুণদেরকেই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে একজন তরুণকে দেখে অন্য তরুণরাও অনুপ্রাণিত হয়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো সাহস প্রদর্শনের স্থান। এই স্থান থেকেই বাংলাদেশের স্বাৰ্ভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলন শুরু হয়েছিলো তরুণদের মাধ্যমে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্মের বর্তমানে নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি চলমান সহিংসতা প্রতিরোধের আন্দোলনে এগিয়ে আসা সংগঠনের জন্য জরুরী। পাশাপাশি তরুণ সমাজকে নিজের শক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করে গর্জে উঠতে হবে। অন্যরা নির্যাতিত হলে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের একত্রে বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ থাকে যা তাদের মানসিক ও আদর্শগত উন্নতিতে সহায়তা করে।

সমাজে নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের ক্ষেত্রে সংগঠনের সকল কার্যক্রমে নারীদের

পাশাপাশি পুরুষদেরও সমান অংশগ্রহণ জরুরী বিধায় তরুণ-তরুণী উভয়ই পাঠচক্রের সদস্য তালিকার আওতাভুক্ত। বর্তমানে পাঠচক্রের পরিধির প্রসার, সংগঠনের পরিচিতি বৃদ্ধি এবং নতুন সদস্য বৃদ্ধিকল্পে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ-পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পাঠচক্র করছে এবং সেখানে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সম্মানিত শিক্ষকগণও পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ক্যাম্পাসভিত্তিক পাঠচক্র পরিচালনা করার কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংগঠনের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে। পাঠচক্রে নতুন সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি কলেজের শিক্ষকবৃন্দও সংগঠনের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বিধায় বর্তমান প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে ধারণা অর্জিত হচ্ছে। মেয়েদের পাশাপাশি পাঠচক্রে পুরুষ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পাঠচক্রের একটি ইতিবাচক দিক। এছাড়াও পাঠচক্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক তরুণ সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে যোগসূত্র তৈরী হয়েছে। পাঠচক্র আয়োজন থেকে শুরু করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। পাঠচক্রে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা মুক্ত আলোচনায় স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পাসভিত্তিক পাঠচক্রে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বাইরেও আলোচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পাঠচক্রে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি সমাজে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে করে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সুযোগও সৃষ্টি হয়। পাঠচক্রের তরুণী সদস্যরা বিভিন্ন উপ-পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন। ছাত্র-ছাত্রীসহ তাদের অভিভাবকদেরও সচেতন করার লক্ষ্যে এ ধরনের পাঠচক্র বিদ্যালয়ে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে করার আস্থান জানান।

পাঠচক্রসমূহ হতে যে সকল সুপারিশ আসছে তা লিখিতভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের অবগত করা হয়। বর্তমানের সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে পাঠচক্রের মাধ্যমে তরুণদের কাছ থেকে আসা ভাবনা ও তাদের সুপারিশগুলো কাজে লাগিয়ে সংগঠন ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনায় যুক্ত করে আসছে। আজকের তরুণ-তরুণীরা দেশের ভবিষ্যৎ। কার্যকরী ও ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটবে বলে মহিলা পরিষদ মনে করে।

তরুণ প্রজন্মের প্রতি নারী অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষায় তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি-তর্ক, আলাপ-আলোচনা এই সবকিছুরই মূল লক্ষ্য হলো একটি গণতান্ত্রিক মানবিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা। সমাজ থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করতে হলে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় পর্যায়ে উদ্যোগ প্রয়োজন। আর তা করতে পারলেই নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বহুমুখী কাজের অংশ হিসেবে পাঠচক্রের উদ্যোগে তরুণ প্রজন্মের যুক্তি ও

দৃঢ়তাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রীতি বিতর্ক অনুষ্ঠান, মাতৃভাষা দিবস পালন, ৮ মার্চ নারী দিবস পালন করে আসছে।

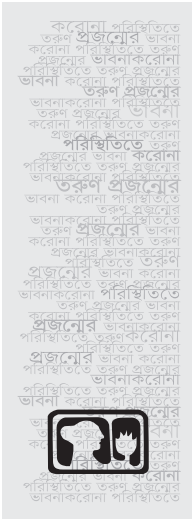
পাঠচক্রে তরুণ-তরুণীদেরকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কাজে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করার জন্য নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু, বিশ্ব নারী দিবসের তাৎপর্য, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' পর্যালোচনা, নারী নির্যাতন (ইভটিজিং), শিক্ষা ও সংস্কৃতি (সূচনা পর্বের ইতিহাস) বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেইসাথে দেশের সম-সাময়িক পরিস্থিতি ও তার থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে পাঠচক্রের সদস্যরা পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন। পাঠচক্রের তরুণী সদস্যরা পূর্বের তুলনায় মহিলা পরিষদের বিভিন্ন আন্দোলনমুখী কাজ, র্যালী, মতবিনিময় সভা, সমাবেশ, মানববন্ধন এবং মিছিলে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে। সদস্যরা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা মহানগর এবং বিভিন্ন জেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় পরিষদ সভাগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে ভূমিকা পালন করছে। পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা বিভিন্ন জেলা শাখার পাড়া কমিটিতে মহিলা পরিষদের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

১৯৯৫ সালের সেই ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন যেসব ফলাফল নিয়ে এসেছিল, তা আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। তাই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ মনে করে তরুণ সমাজের আত্মজাগরণ ও আত্মশিক্ষণের তথা আত্মবিকাশের মাধ্যমে জাগরিত যুব শক্তি হিসেবে তরুণের শক্তি ও গর্বে পথ চলতে হবে। তাদেরকে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সকল প্রকার যৌন হয়রানি ও লিঙ্গীয় নির্যাতন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার সংগ্রামে যুক্ত থাকতে হবে। যে কোনো রাষ্ট্র ও সমাজের শক্তি সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের তরুণসমাজ। তরুণের শক্তি, সাহস, মেধা ও সচেতনতা নিয়ে প্রশিক্ষিত জনশক্তি হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে। আন্দোলন ও সংগ্রামেই বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও তরুণের সংগ্রামের সেতুবন্ধন তৈরি হোক নারী-তরুণী-কিশোরী নির্যাতন নিপীড়ন বিরোধী সংগ্রামের বাস্তব কর্ম-প্রবাহের মাধ্যমে। এই দুই সংগ্রামের ধারার মেলবন্ধন ঘটুক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও সকল প্রকার সামাজিক অনাচার, নিপীড়ন প্রতিরোধ ও চিরতরে নির্মূল এবং বহুমুখী কর্মকাণ্ডে। এ যুদ্ধে তরুণ সমাজের সাথে মহিলা পরিষদ তথা নারী আন্দোলন এক সাথেই বাঁধা থাকবে। কারণ, তরুণ প্রজন্মকে সাথে নিয়ে কাজ করাকে সংগঠন সবসময়ই তার শক্তি হিসেবে দেখে আসছে।

শাহজাদী শামীমা আফজালী

সিনিয়র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মকর্তা

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ



## কোভিড-১৯ ও তরুণ সমাজ

বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ বিরাজ করছে, তার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন যাপনের উপর। করোনা আতঙ্ক দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্যঝুঁকি নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাব তরুণ সমাজকে অধিকতর সংকটে উপনীত করছে। বিশেষভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজের উপর।

এই মহামারীতে তরুণরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে বেকারত্ব, সেই সঙ্গে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণও ব্যাহত হচ্ছে। এতে চাকরিতে প্রবেশ ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটছে। শিশু ও তরুণদের অংশগ্রহণে 'চিলড্রেন ভয়েসেস ইন দ্য টাইম অব কোভিড-১৯' শিরোনামে এই জরিপে দেখা যায় যে শিশুরা এই পরিস্থিতিতে মানসিক বেদনা ও শঙ্কার মধ্যে রয়েছে। করোনা মহামারী সময়ে শিশু ও তরুণদের জীবনে চারটি সমস্যা বেড়ে গেছে।

সমস্যাগুলো হল:

১. শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া
২. সামাজিক দূরত্বের কারণে মানসিক অবসাদ
৩. পরিবারে দারিদ্র বেড়ে যাওয়া এবং
৪. স্কুল থেকে ঝরে পড়া ও বাল্যবিবাহে মাত্রা বৃদ্ধি

দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য দৈনন্দিন জীবন-যাপনে কিছু বিধিনিষেধ শিথিল



করা হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী ১৯০টি দেশের ১.৫ বিলিয়ন শিক্ষার্থী এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্ন ও বাড়িতে অবস্থান করছে। এর ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ঘরে থাকতে হচ্ছে। তারা এখন খেলার মাঠে বা বাইরে যেতে পারছে না। কোনো বন্ধু বা সহপাঠীর সাথে সময় কাটাতে পারছে না। শিক্ষা ও অবস্থা বিবেচনায় শুধু ভার্চুয়াল যোগাযোগ চলমান রয়েছে। এ মহামারী সংকটে শিক্ষার্থীদের দীর্ঘকালীন ক্ষতির সম্ভাবনা বিবেচনায় অনলাইন পাঠদান শুরু হয়েছে। কিন্তু এই অনলাইন পাঠদানে সকলে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। যারা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও যোগাযোগের সমস্যায় গণমাধ্যম বা কোনো প্রযুক্তিগত সুযোগ সুবিধা যাদের নেই, তারা এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে এবং একপর্যায়ে শিক্ষা থেকে বারো পড়ছে।

বেসরকারি সংগঠন এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ 'কোভিড-১৯ ও বাংলাদেশ: আর্থসামাজিক পুনরুজ্জীবনে যুব এজেন্ডা' শীর্ষক ভার্চুয়াল সংলাপে উল্লেখ করেন, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে বিপুলসংখ্যক তরুণ-যুবক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। আর্থিক সংকটে পড়া পরিবারকে সহায়তা করতে গিয়ে ২৮ শতাংশ তরুণ পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আয় কমে গেছে ৮০ শতাংশের। করোনা মহামারির কারণে প্রযুক্তিগত বৈষম্য, শিক্ষা ও দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে ৮ শতাংশ বিয়ের কারণে পড়াশোনা ছেড়েছে। আর পরিবারকে সহায়তা করার জন্য ছেড়েছে ১৩ শতাংশ। পুরুষদের মধ্যে এটি ৩২ শতাংশ।

বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও তরুণ স্কুল বন্ধের কারণে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ অনুভব করছে। এ অনিশ্চয়তা এবং বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে তারা উদ্বেগ ও শঙ্কাসহ নানা ধরনের মানসিক চাপে রয়েছে। কিশোর-কিশোরী কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা সমবয়সীদের সাথে মিশতে এবং সময় কাটাতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সেই সুযোগ নেই। ফলে অনেকেই একাকীত্ব অনুভব করছে। এই একাকীত্ব দূর করতে তারা ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, যা তাদের মধ্যে ইন্টারনেট আসক্তি বাড়িয়ে তুলছে।

করোনার সংক্রমণ শিশু ও তরুণদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছে তা জানতে বিগত ২ মাসে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল ১৩টি দেশে শিশু ও তরুণদের অংশগ্রহণে 'চিলড্রেন ভয়েসেস ইন দ্য টাইম অফ কোভিড-১৯' শিরোনামে এই জরিপ করা হয়। মহামারির সময়ে জীবনে হৃদপতনের জন্য সরাসরি তিনটি কারণকে উল্লেখ করেছে জরিপে অংশ নেয়া শিশুরা। কারণগুলো হলো- শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, সামাজিক দূরত্বের কারণে মানসিক বেদনা এবং পরিবারে দারিদ্র্য বেড়ে যাওয়া। শতকরা ৭১ ভাগ শিশু ও তরুণ বলছে স্কুল বন্ধের কারণে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ অনুভব করছে। একই সঙ্গে লকডাউনের শতকরা ৭৫ ভাগ শিশু শারীরিক ও সামাজিক দূরত্বের কারণে মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে।

এছাড়া করোনার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা

হারিয়ে ফেলায় শিশু ও তরুণরা অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লকডাউন (অবরুদ্ধ) দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে যেসব শিশু প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তারা পড়াশোনা করতে পারছে না, যেটা তাদের অনেক সহপাঠী করছে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি শিশু স্কুলের দেওয়া খাবার থেকেও এখন বঞ্চিত। অনেকেই অভিভাবক চাকরি হারিয়ে সন্তানদের খাবার জোগাড় করতে পারছেন না। এ পরিস্থিতিতে দ্বিধা, ভয় ও হতাশা থেকে তারা বন্ধু ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারছে না। ৯১ ভাগ শিশু বলেছে, এই অনিশ্চয়তা ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণে তারা উদ্বেগ, রাগ, শঙ্কাসহ নানা মানসিক চাপে রয়েছে।

জাতিসংঘের এক জরিপে দেখা যায়, করোনা সংক্রমণের সময়ে বিশ্বের অর্ধেক তরুণ-তরুণী উদ্বেগ ও হতাশায় আক্রান্ত। করোনা পরিস্থিতিতে অনেকেই ভুগছেন মানসিক সমস্যায়। অনেকে চাকরি হারিয়েছেন অথবা ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার ঘরবন্দি থাকার কারণে বাড়ছে পারিবারিক কলহ-বিবাদ, এতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন অনেকে।

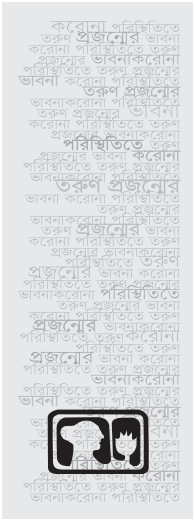
করোনা সংকটে কর্মক্ষেত্র কমে যাওয়ায় বাড়ছে বেকারত্ব, বিভিন্ন পেশায় কর্মরতরা বেকার হয়ে পড়ছে; ফলে শিক্ষিত তরুণদের কর্মের সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছে। হতাশাগ্রস্ত তরুণদের অনেকে হচ্ছে বিপথগামী। জড়িয়ে পড়ছে নেশা, ধর্ষণ এবং নারী নির্যাতনসহ নানা সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ডে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, করোনায় বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার দ্বিগুণ হয়েছে। করোনার পূর্বে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে প্রতি ১০০ জনে গড়ে ১২ জন বেকার ছিলেন। করোনায় তা বেড়ে প্রায় ২৫ জন হয়েছে। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ-তরুণী বাংলাদেশের চাকরি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। যার বড় একটি সংখ্যা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শেষ করে সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে যোগদানের চেষ্টা করে। কিন্তু এক্ষেত্রেও করোনা মহামারির নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তরুণ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে হবে। ইন্টারনেট বা ইউটিউব ব্যবহার করে নিজেদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে, সৃজনশীলতার মাধ্যমে ও অভিনব আইডিয়া সৃষ্টি করে নিজেকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

করোনায় মানসিক স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী কিভাবে একাকীত্ব বা মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে এবং কিভাবে সে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচকতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে এ বিষয়ে পরিবার ও সংশ্লিষ্ট প্রকিষ্ঠানগুলোকে কাজ করতে হবে। করোনা পরিস্থিতি পরিবার ও সমাজের সাথে যে একটা সুম্পর্ক তৈরি করার সুযোগ করে দিয়েছে তা কাজে লাগাতে হবে। পরিবারের কাছে থেকে পরিবারের কাজগুলো করা যেতে পারে। নিয়মিত ঘুম থেকে উঠা, নিয়মিত

কাজগুলো করা, দৈনদিন রুটিন অনুযায়ী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিচর্যা শিক্ষার্থীদের মাঝে মানসিক যে একটা চাপ তা থেকে কিন্তু তারা কিছুটা হলেও প্রশান্তি পেতে পারে। এগুলো শিক্ষার্থীদের মাঝে মানসিক প্রশান্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

সমাজ উন্নয়ন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে শিক্ষিত সমাজ যার মূল কর্ণধার হলো তরুণ সমাজ। কিন্তু বর্তমান করোনার প্রভাব শুধু শিক্ষার উপর না, অর্থনীতির উপরও পড়েছে। করোনার কারণে তরুণ সমাজ পড়াশোনা, ব্যক্তিত্ব বিকাশ, চাকরি থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে এবং মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছে। যার প্রভাব শুধু বর্তমানেই নয় ভবিষ্যতেও এর অনেক প্রভাব পড়বে। মানসিক এ ধরনের দুশ্চিন্তা দূর করতে পরিবারের মানসিক সহযোগিতার পাশাপাশি সঠিক কাউন্সিলিং দরকার। তাই যত দ্রুত সম্ভব তরুণদের এগিয়ে নিতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কেননা আজকের তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমেই আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। আজকের সম্ভাবনাময় তরুণদের হাতেই আগামীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তরুণদের মেধাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশ, জাতি উভয়েই উপকৃত হবে।



## ‘করোনা পরিস্থিতিতে তরুণ প্রজন্মের ভাবনা’ শীর্ষক অনলাইন পাঠচক্র

### প্রেক্ষাপট:

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সকল ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পদচারণা এবং অর্থনীতির অগ্রগতি প্রভৃতি বিশ্বকে নতুন সভ্যতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন সাম্প্রতিক সময়ে করোনা সংক্রমণে সমগ্র বিশ্ব আজ থমকে গেছে, বিশ্বায়ন ও বিশ্বের অর্থনীতির চাকা। এই সংক্রমণের সংকটের কবলে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনীতি এক বড় হুমকির মুখে। বিরাট এক অর্থনৈতিক মন্দার কবলে সারা বিশ্ব। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। করোনা পরিস্থিতি কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিরূপ প্ৰভাব পড়েছে।

করোনা সংক্রমণ মানব জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। সর্বোপরি মানুষে মানুষে সরাসরি যোগাযোগ স্থবির অবস্থা বিরাজ করছে। যার ফলে তৈরি হয়েছে বৈশ্বিক দূরত্ব পাশাপাশি চলছে সামাজিক দূরত্ব, শুধু টিকে আছে ভারুয়াল জগৎ। ভারুয়াল জগতই একমাত্র মাধ্যম যার মাধ্যমে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। এই করোনা সংকটকালে নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রত্যেকটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বায়ন আজ বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এর মাধ্যমেই চলছে সকল কার্যক্রম। বিভিন্ন সভা, উপস্থাপনা, সম্মেলন, পড়াশুনা, কোর্স, আউটসোর্সিং এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্যও পরিচালিত হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটি স্বেচ্ছাসেবী গণনারী সংগঠন। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারীর অধিকারকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখে। তাই এর কাজ হচ্ছে বহুমাত্রিক। সামগ্রিকভাবে নারীর মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করে। নারীর রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার,

নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি নির্যাতন ও সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূলের লক্ষ্যে আইন সংশোধন ও সংস্কার, আইনী সহায়তা প্রদানসহ আন্দোলনমূলক কাজ পরিচালনা করে থাকে। নারীর মানবাধিকারের সাথে জড়িত নানামুখী কাজ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ করে আসছে।

সংগঠনের বহুমাত্রিক কাজের একটি অংশ হচ্ছে জেডার সংবেদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের ভেতরে ও বাইরে নানামুখী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা, একই সঙ্গে তরুণদের জন্য পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তরুণদের যুক্ত করা, যাতে তারা নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা নারীর অধিকার অর্জন কেবল নারীর একার লড়াই নয়, পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দূর করে এই লড়াই নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে করতে হবে।

## উদ্দেশ্য

করোনা পরিস্থিতির কারণে দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবন যাপনে একটা সংকট চলছে। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাছাড়াও অনেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, নিম্ন-মধ্য আয়ের ব্যক্তিবর্গকে দৈনন্দিন জীবন যাপনে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং নারী ও কন্যা নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনার এই সংকট তরুণ সমাজের মধ্যে কি প্রভাব বিস্তার করছে, তারা এই সংকট নিয়ে কি ভাবছেন সেটি জানার জন্য পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। পাঠচক্রের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- করোনা সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে তরুণদের উপর কি প্রভাব ফেলেছে, এ বিষয়ে তাদের মতামত জানা।
- করোনা পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কি করণীয় তা জানা এবং এ ব্যাপারে তরুণ সমাজ কি ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পাঠাগার উপ পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রসহ ১০টি জেলা শাখায় তরুণ সদস্যদের নিয়ে “করোনা পরিস্থিতি: তরুণ সমাজের ভাবনা” শীর্ষক অনলাইন পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে- ১. নারায়ণগঞ্জ, ২. ময়মনসিংহ, ৩. বেলাবো, ৪. চট্টগ্রাম, ৫. পাবনা, ৬. সুনামগঞ্জ, ৭. দিনাজপুর, ৮. মধুখালি, ৯. কাউখালি ও ১০. যশোর। কেন্দ্র ও জেলা শাখায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত মোট ১১ টি পাঠচক্রে ১৭০ জন তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেছে। পাঠচক্র হতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

## করোনা প্রভাব সম্পর্কে তরুণদের ভাবনা/ মতামত:

করোনাকালীন উদ্ভূত পরিস্থিতির ইতিবাচকতা, নেতিবাচকতা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারী তরুণদের ভাবনাগুলো নিচে উপস্থাপন করা হল:

### শিক্ষা

- করোনা মহামারীতে দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে অনলাইন, জুম মিটিং বা সংসদ টিভির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা সকলে পাচ্ছে না। শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে বেশি। করোনা পরিস্থিতিতে শহরের শিক্ষার্থীরা ক্লাস ও পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে অনলাইনে। কিন্তু গ্রামের শিক্ষার্থী সে সুযোগটা পাচ্ছে না। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই শহরের বাইরে তাই বলা চলে অনলাইন ক্লাস খুব কার্যকর হচ্ছে না।
  - দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গ্রামে বা মফস্বলে থাকে যেখানে নেটওয়ার্ক অনেক সমস্যা করে। দেখা যায় ৫ মিনিট ক্লাস করলে পরের ৫ মিনিট কেউ শুনতে পায় না। এভাবে সম্পূর্ণ ক্লাস করা সম্ভব হয় না ফলে অপূর্ণতা রয়েই যায়।
  - অন্যদিকে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সব শিক্ষার্থী সমানভাবে অনলাইন ক্লাস করার সুযোগ পাচ্ছে না। কেননা ইন্টারনেট ডাটা কিনে ক্লাস করা বা স্মার্ট ফোন কেনা সবার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের অভাবে অনেক শিক্ষার্থী ঠিকমত ক্লাস করতে পারছে না যার কারণে অনেকে ঝরে পড়ছে।
  - অনেক কলেজ বা বিভাগে অনলাইন ক্লাসও ঠিকমত হচ্ছে না।
  - সবসময় মোবাইল নেটওয়ার্ক ভাল থাকে না বলে ক্লাস ঠিকভাবে করা যায় না।  
তবুও কিন্তু পড়ালেখা হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষাগুলো হচ্ছে না বলে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ ততটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কারণ যাচাইয়ের সুযোগ নেই।
- করোনার কারণে স্কুলে যেতে পারছে না আবার গৃহশিক্ষক এসেও পড়াতে পারছে না। যার ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে।
- সরাসরি ক্লাসে জিজ্ঞাসা করে শেখার সুযোগ ছিল যা অনলাইন ক্লাসে সম্ভব হচ্ছে না। এ জন্য শিক্ষার্থীরা আগ্রহ নষ্ট হচ্ছে।
- স্কুল শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের শেখার জায়গা নয় বরং সামাজিক যোগাযোগ, বিনোদন ও আনন্দের উৎসও বটে। অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের সাথেও সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে না। তাই দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল বন্ধ ও ঘরে বসে পাঠদান প্রভৃতি তাদেরকে মানসিকভাবে অসুস্থ ও পড়ালেখায় অনাগ্রহী করে তুলছে।

- দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিশু শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ সময়টিতে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সামাজিকতাও শিখে এবং এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- ক্লাস হচ্ছে না অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং সেন্টারগুলো বিভিন্ন ধরনের বেতন-ফি নেয়ার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু পরিবারের অভিভাবক কর্মহীন হয়ে পড়ায় আর্থিক মন্দার কারণে তা দিতে পারছেন না। যা তাদের পড়াশোনা ও শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।
- তরুণদের এই বয়সটা হচ্ছে শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার সময়। সেখানে করোনা মহামারী তাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে।
- শিক্ষার্থী যাদের প্রাকটিকাল ক্লাস রয়েছে, তারা প্রাক্টিক্যাল বিষয়গুলোতে পিছিয়ে যাচ্ছে এবং যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হবে তখন তাদের উপর একটু বেশি চাপ পড়বে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, বাইরে খেলাধুলা করতে পারছেন না। শিক্ষার্থীদের সময় কাটছে টিভি দেখে নতুবা মোবাইলে গেমস খেলে এবং অনলাইন ক্লাস। করোনা সময়ের পূর্বে স্কুলে মোবাইল ফোন ব্যবহারে প্রতি কিছুটা বিধি-নিষেধ ছিল। কিন্তু এখন অনলাইন ক্লাস হওয়ার কারণে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। মোবাইল ফোনের আসক্তি বেড়ে যাচ্ছে, যা মানসিক বিকাশে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অভিভাবক বা পিতা-মাতার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।
- তরুণরা যারা টিউশনি করে নিজের পড়াশোনা ও হাতখরচ চালাত এখন এসব খরচের জন্য পরিবারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। কেননা এখন মফস্বল বা গ্রামে টিউশনের এরকম চাহিদা কমে গেছে।
- এই সময়ে বাসায় আটকে থাকতে বাধ্য হওয়ার কারণে অনেক মানসিক চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে নানা মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে যারা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে রয়েছে, একটি বা দুটি পরীক্ষা বাকি রয়েছে বা চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাদের জন্য অনেক সমস্যা হচ্ছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে ফাইনাল পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

## হতাশাগ্রস্ত/ মানসিক সমস্যার শিকার

- দুর্যোগের এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে তরুণ সমাজ। তরুণরা বিভিন্ন সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত বা টিউশনির সাথে যুক্ত সে জায়গা গুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে নিজের পড়াশোনা, হাত খরচের জন্য পরিবারের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাঁরা ব্যবসা এবং চাকরিতে যুক্ত হতে পারছেন না যা মানসিকভাবে

এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের উপর একটা খারাপ প্রভাব ফেলছে। এ সময়ে যারা চাকরীচ্যুত হয়েছেন তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা খুব জরুরি।

- মানসিক অস্থিরতার কারণে অপরাধ প্রবণতাও ঘরে-বাইরে বেড়ে গেছে। বর্তমান সময়ের অপরাধ প্রবণতা চিন্তা করলে দেখা যায় যে তরুণ সমাজ হতাশা বা ডিপ্রেশন থেকে নিজেদের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে যার ফলে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।
- হতাশা ও অপরাধবোধ এর কারণে তরুণ সমাজের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতাটাও বেড়ে গেছে।

## বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন

- করোনাকালীন সময়েও নারী নির্যাতন কমে নেই বরং ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের হতাশা ও এর প্রভাব থেকে নৈতিকতার দিক গুলো অনেক অবক্ষয় হয়ে যাচ্ছে যার কারণে ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলো ইদানিং বেশি ঘটছে।
- কর্মসংস্থানের অভাবে বেকারত্ব ও দারিদ্রতা পেয়েছে। যার প্রভাব গিয়ে পড়েছে নারীর ওপর। ফলে পরিবারের সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে স্ত্রীকে চাপ দেয়া হচ্ছে বাবার বাড়ি থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়ার জন্য।
- দীর্ঘ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা ও অন্যদিকে করোনার কারণে আর্থিক সংকট উভয় কারণে এ সময় বাল্যবিবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সঠিক বয়সের আগেই কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।
- ধর্ষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় সব সময় আতঙ্কে থাকতে হয়। করোনার কারণে বাইরে জনগণের চলাফেরা সীমিত হওয়ায় সন্ধ্যা কি বিকালে টিউশন শেষ করে বাসায় ফিরতে নিরাপদ বোধ হচ্ছে না। একদিকে করোনার ভয় অন্যদিকে ধর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিজেই অনেক অনিরাপদ মনে হয়।
- বিভিন্ন ধরনের হতাশা ও এর প্রভাবে নৈতিকতার দিক গুলো অনেক অবক্ষয় হচ্ছে যার কারণে ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলো ইদানিং বেশি ঘটছে।

## অন্যান্য

- মধ্যবিত্ত পরিবারের ভোগান্তি বেশি। করোনার কারণে অনেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এমনকি বাড়তি কাজের সুযোগ নেই। অপরদিকে নিত্যদিনের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে জীবিকা চালানো খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে।
- বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অনেকের চাকুরি চলে গিয়েছে বা ব্যবসায়ীরা পূর্বের তুলনায় অনেক মন্দা। অর্থনৈতিক সংকট পরিবারের সবার উপর বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের উপর বেশি প্রভাব পড়ছে।



- ব্যবসায়ী বা কুটিরশিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তা আগের মত পণ্য বিক্রয় বা বাজারজাত করতে পারছে না।

## ইতিবাচক বক্তব্য

- পড়ালেখা ও আনুসঙ্গিক বিভিন্ন কারণে পরিবার থেকে দূরে থাকায় অনেক সময় বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদের সাথে গল্প করা, কথা বলা তেমন করে হয়ে ওঠে না। এ সময়ে এক অপরকে সময় দিতে পারছে। এতে করে পারিবারিক সম্পর্ক দৃঢ় হচ্ছে।
- করোনার আরেকটি ইতিবাচক দিক হল তথ্য প্রযুক্তির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়া। যেমন, অনেক অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকও বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির সাথে আপডেট বা অভ্যস্ত ছিলেন না। তাদের ধারণা এগুলো তরুণদের কাজ। কিন্তু এখন বাচ্চাকে অনলাইনে ক্লাস করাতে গিয়ে অভিভাবক বিভিন্ন অ্যাপ ও এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হচ্ছে এবং তিনি সফল হচ্ছেন।



- শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখতে এবং শিক্ষার্থী বারে যাওয়া রোধ করতে এলাকাভিত্তিক ভাগ করে দশজন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক ঠিক করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। যাতে শিক্ষক সপ্তাহে অন্তত দুইদিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়ি গিয়ে শিক্ষা প্রদান করতে পারে। স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে।
- অনলাইন ক্লাশে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে মোবাইল ডাটা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার ফোন কোম্পানীগুলোর সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারে।
- মোবাইল অপারেটরদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলাকে শক্তিশালী মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা যেতে পারে। যাদের অনলাইন ক্লাস উপযোগী ডিভাইস নেই তাদের জন্য সহজ শর্তে বা স্বল্পমূল্যে ডিভাইস ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি ইলেকট্রনিক ব্র্যান্ডগুলি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
- যে সব শিক্ষার্থীরা টিউশনি বা পার্টটাইম কাজ করে নিজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারকেও সাপোর্ট করে, তাদের জন্য শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অভাবের আঘাতে যেন কোনো মেধা হারিয়ে না যায় সেজন্য শিক্ষার মতো একটি বড় খাতে বিনিয়োগ সব থেকে লাভজনক এবং এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো এগিয়ে আসতে পারে।
- শিক্ষার্থী/ তরুণ সমাজের মধ্যে মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে এবং সুস্থ বিনোদনমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।
- পরিবারের অভিভাবকদের সন্তানদের প্রতি আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে।
- অনলাইনে ক্লাশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হচ্ছে না। অনলাইন ক্লাশের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন/পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার। এতে করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং অনলাইন ক্লাশের প্রতি আগ্রহী হবে।
- অনলাইন ক্লাস বা সংসদ টিভিতে পাঠদান পদ্ধতিতে ছেলে মেয়েরা তেমন আগ্রহী নয়। এক্ষেত্রে এলাকার শিক্ষার্থী কয়েকজনকে একসাথে করে পাড়ার শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা পাঠদান করতে পারে।

## অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

- করোনার কারণে দেশে আটকে পড়া প্রবাসীদের দ্রুত কর্মস্থলে ফিরে যেতে সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স কমে গেলে আমাদের অর্থনৈতিক খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

- করোনাকালীন সময়ে যারা কর্মচ্যুত হয়েছেন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হবে অনতিবিলম্বে তাদের কাজের ব্যবস্থা করা।
- করোনার পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকট মোকাবিলায় নতুন উদ্যোক্তা বা অনলাইন ব্যবসায়ী তৈরি হয়েছে। তারা যেন ঝরে না পড়ে সেজন্য কম সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।
- নতুন এই উদ্যোক্তাদের উদ্যোগগুলোকে আরো বেশি পূর্ণাঙ্গরূপ দান করা এবং বিস্তৃত করার জন্য কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে।
- নতুন নারী উদ্যোক্তাদের data base তৈরি করা দরকার।
- গৃহপরিচারিকা এবং গার্মেন্টসকর্মী যারা কাজ হারিয়ে গ্রামে ফিরে গেছেন তাদের জন্য গ্রামাঞ্চলে সরকারি যেসব পতিত জমি পড়ে আছে, সেই জমিগুলোকে কাজে লাগিয়ে কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

## বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ

- বাল্যবিবাহ বন্ধে পরিবার বা অভিভাবকদের সচেতন করার লক্ষ্যে সমাজের মানুষকে দায়িত্ব নিতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে।
- বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য মানসিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরী এবং তা পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে তরুণ সমাজের ভূমিকা মুখ্য।
- বাল্যবিবাহ রোধে এর কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গ এবং স্কুল শিক্ষকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে মতবিনিময় সভা/সেমিনারের ব্যবস্থা করতে পারে।
- সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- বাল্যবিবাহের কারণে কন্যাশিশু শিক্ষার্থীদের বিশাল একটা অংশ ঝরে পড়ছে। এটি রোধে জরুরী সেল গঠন করা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ প্রশাসনসহ সকলের সাথে একটি লিংক তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন পদক্ষেপ নিতে পারে।
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপিং, তথ্যচিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে।
- সম্প্রতি ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ বা বিভিন্ন আইন তৈরির মাধ্যমে অপরাধটিকে বন্ধ করা যাবে না। এর মূল জায়গায় কাজ করতে হবে। স্কুল কলেজ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বা পরিবার থেকে এই কাজ গুলো করতে হবে।
- করোনাকালীন সময়ে গৃহে অবস্থানের কারণে নারীর গৃহশ্রমের মাত্রা সম্পর্কে উপলব্ধি

হয়েছে। নারীর গৃহশ্রমের মূল্যায়ন করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

- সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে তরুণ সমাজ স্বাভাবিক ও সুন্দর কিছুর চেয়ে অস্বাভাবিকতার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে এটা মানবিক মূল্যবোধের অভাব। সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য যে অধ্যাবসায় প্রয়োজন সে জায়গাটাতে কাজ হচ্ছে না। সামাজিক মূল্যবোধ উত্তরণের জন্য তরুণ প্রজন্মকে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।
- ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেসবুক এখন যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু সকলে ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে না। এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তা ও নৈতিকতা যুক্ত। এক্ষেত্রে সচেতনতা এবং সরকার কে অনলাইন ব্যবহারে মনিটরিং বাড়াতে হবে।

## অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি রোধ

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারীদেরকে self defence শিখানোর জন্য সরকারি বা ব্যক্তি উদ্যোগে ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে নারীরা নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে।
- দীর্ঘদিন কর্মহীন হয়ে গৃহে থাকার কারণে পারিবারিক কলহ ও নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত এই কর্মহীন মানুষদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শুধু সরকারের উপর নির্ভর না করে সমাজের বিত্তবান মানুষদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বেকারত্বও অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ।
- অনলাইনের অপব্যবহারের কারণে ciber blooming বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেটি তরুণ সমাজের ক্ষেত্রে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। যা অনেক সময় অভিভাবক বা পিতা-মাতার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এজন্য প্রতিটি অভিভাবকের দায়িত্ব হবে তাদের সন্তানরা যে ডিভাইস ব্যবহার করছে তা প্রতিনিয়ত চেক করা এবং নিয়মিত কাউন্সিলিং করা। সরকারের পক্ষ থেকেও মনিটরিং ব্যবস্থা করতে হবে।
- করোনাকালীন সময়ে পূর্বের তুলনায় অপরাধ প্রবণতা বেড়ে গেছে। এটি রোধে প্রশাসনকে আরো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। এলাকায় এলাকায় পুলিশ টহল বৃদ্ধি করতে হবে।
- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে সরকার ও প্রশাসনকে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- বর্তমানে নারী নির্যাতন ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। এরজন্য মানসিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরী। প্রথমত পরিবারকে সচেতন হতে হবে।
- তরুণ সমাজকে নিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নারী নির্যাতন বিরোধী বিভিন্ন সভা, সেমিনার করতে হবে।
- পর্নোগ্রাফি রোধ করতে পারলে ধর্ষণের মতো অনেক অপরাধ বন্ধ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

- অপরাধ বেড়ে যাওয়ার পিছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে। আইনের সঠিক প্রয়োগের গুরুত্ব রয়েছে এটা সঠিক কিন্তু সেক্ষেত্রে আইন মানার প্রবণতা থাকতে হবে। ইদানিং লক্ষ করা যাচ্ছে যে আইন অমান্য করার চেষ্টাকেই ক্রেডিট মনে করা হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং মানবিক হওয়াটাই এই মুহুর্তে জরুরি। সবার আগে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক মূল্যবোধ কে পরিবর্তন করার প্রয়োজন। শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না আইন মানার মানসিকতাও থাকতে হবে।

## হতাশা থেকে মুক্তি লাভের উপায়

- এ সময় তরুণ সমাজকে ভাবতে হবে বন্ধু বান্ধবরা যেন বিপথগামী না হয় এবং যারা বিপদগামী হয়েছে তাদের সুস্থ ধারায় ফিরে আসার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হবে। সেজন্য সুস্থ মস্তিষ্কে তাদেরকে চিন্তা করতে আমাদের সাহায্য করা উচিত। গঠনমূলক কিছু কাজের মধ্যে তাদের যুক্ত করতে হবে।
- বর্তমানে যেভাবে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে গেছে, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রত্যেকেই সন্তানের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।
- সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশে পরিবারের ভূমিকা রাখতে হবে।
- অভিভাবককে সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখা বা পর্যবেক্ষণ করাটাও যেমন জরুরি তেমন তরুণ সমাজকেও ভাবতে হবে যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। সেটা বিচার বিবেচনা করে সামনে এগিয়ে চলতে হবে এবং খারাপ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি ও স্বপ্নটা নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে হবে।
- অনেক সময় অভিভাবকরা সন্তানের উপরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়। যেমন, এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। সেই জায়গাটাতে তরুণ প্রজন্মের মানসিক স্বাস্থ্যের একটা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অভিভাবকদের উচিত সন্তানদের মুক্ত চিন্তার বিকাশে সহায়তা করা।
- আমাদের হতাশা আসতেই পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী না থেকে যদি পরিবারে, অভিভাবকদের সাথে বা যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে হবে।
- পরিবারের যে সদস্যটির সাথে সবচেয়ে বেশি বন্ধুসুলভ সম্পর্ক সেটা মা, বাবা বা ভাই হতে পারে, কিংবা বন্ধুবান্ধব তাদের সাথে সমস্যা নিয়ে শেয়ার করতে হবে। যত শেয়ারিং হবে তত মানসিক শক্তি অর্জন হবে।

## নিজেদের মোটিভেট করা:

- এই করোনা পরিস্থিতিতে মস্তিষ্ককে বেকার না রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে।

বিভিন্ন কোর্স বা পাঠ্যবই তো রয়েছে। সেগুলো পড়তে হবে।

- ঘর থেকে বের হওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে কেননা করোনা আক্রান্ত হলে পরিবারে বয়স্ক যারা আছেন তাদের আক্রান্ত হবার আশংকা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভ্যাকসিন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
- এই সময় তরুণ প্রজন্মকে শরীরচর্চা করতে হবে। নিজেদের বিভিন্ন শখ ও দক্ষতা থাকলে সেটা চর্চা করতে হবে। নিজেদের অনেক রকম শখ রয়েছে, ছবি আঁকা বা বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ করা সেদিকটা এ সময় চর্চা করা যেতে পারে।
- এসময় পরিবারকে সময় দিতে হবে। গৃহ কর্মে পরিবারের নারীদের সহায়তা করতে হবে।

## উদ্যোক্তা হওয়া

- করোনাকালীন সময়ে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, তা একটি ইতিবাচক দিক। সুতরাং এই ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে সেজন্য সরকারকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে।
- ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পণ্যগুলো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিক্রয় করতে সাহায্য করতে হবে।
- কর্মচ্যুত হওয়ায় বেকার যুবসমাজদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে শিক্ষিত যুবসমাজকে আর্থিক ঋণ সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্ম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

## করোনাকালীন সচেতনতামূলক কাজ

- করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- স্বাস্থ্যবিধির মানা গুরুত্বের বিষয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে। করোনা বিষয়ক সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন গণমাধ্যমে প্রচার করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও তরুণদের সহযোগিতায় গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
- পরিবারের বা প্রতিবেশী যেই হোক না কেন, করোনা সংক্রমণে আতঙ্কিত না হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির পাশে থাকতে হবে। শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জনে সহায়তা করতে হবে।
- স্বাস্থ্য সামগ্রী যেমন মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইত্যাদির সুলভমূল্য ও সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

- সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক মাস্ক, সাবান ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।
- এই সময়ে যে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে তা জনপ্রতিনিধির দায়িত্বে না দিয়ে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে।
- করোনা মোকাবিলায় শুধুমাত্র সরকার/প্রশাসনের উপর নির্ভর না করে সমাজের সকল সচেতন মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি মানা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নিতে হবে।।

## সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ

- অসচ্ছল পরিবারে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার জন্য জরুরী ব্যবস্থা নিতে হবে। খাদ্য সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে। কেননা, তাদের কাছে করোনা আক্রান্ত হয়ে জীবনের ঝুঁকির চেয়েও জীবিকার চিন্তা অনেক বাস্তব।
- সরকারের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদশালীদেরও দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের সাহায্যে এহিয়ে আসতে হবে।
- দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে হবে। তাহলে ঐ টাকা দিয়ে হয়ত ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্মার্টফোন বা ইন্টারনেট সুবিধা দিতে পারবে।
- এই সময়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং গুদামজাতকরণের মাত্রাও বেড়ে গেছে। এজন্য প্রতিনিয়ত বাজার মনিটরিং করা এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হবে।

## উপসংহার

সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও করোনাকালীন এক বিশেষ সময় পার করছে। গোটা বিশ্বের অর্থনৈতি মন্দা কাটিয়ে উঠতে মানুষকে দীর্ঘদিন কাজ করে যেতে হবে। করোনাকালীন সংকটগুলোর এখানেই শেষ নয়, এর প্রভাব হবে দীর্ঘমেয়াদী। তাই নানামুখী কাজের মাধ্যমে পরিস্থিতি উত্তোরনের জন্য কাজ করতে হবে।

পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্য থেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে করনীয় এবং করোনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে তরুণদের ভাবনা নিয়ে জানা গেছে। জেডার ডিভিশন অব লেবার সম্বন্ধে তরুণরা আজ বাড়ির কাজ করতে গিয়ে জানছে। ঘরের কাজ নারীর আর বাইরের কাজ পুরুষের- এই একটি ভ্রান্ত ধ্যানধরণা। নারী-পুরুষের জন্য সব কাজ সমান। নারীকে আজ ঘরে বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করতে হচ্ছে। তাই ঘরের কাজে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি জেডার সমতাপূর্ণ সমাজ তৈরি



করতে হবে। তাহলে নারীরা আরোও অগ্রসর হতে পারবে। তাদের ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ তারা আরও ঘটাতে পারবে। ইন্টারনেটকে ক্ষিপ্র ও সহজলভ্য করে দেওয়া বা সেখানে সরকারকে সাবসিডি দেওয়া, কর্মক্ষেত্রে সবাই স্বনির্ভর হওয়া এবং এক্ষেত্রে অনলাইনে প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগানো, ব্যক্তিগত জীবনে নিঃস্বার্থ হওয়া, অন্যকে আর্থিক সহযোগিতা বা করোনা সচেতনতায় সহযোগিতা করা, শুধুমাত্র ব্যক্তিকে অনুদান না দিয়ে কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন টিকে থাকতে পারে এক্ষেত্রে সরকারকে পলিসি গ্রহণ করতে হবে, যাতে করে কেউ যেন বেতন কম না পায় বা কাউকে যেন চাকুরি হারাতে না হয়।

করোনা সচেতনতায় সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে তথ্য সহযোগিতা দেওয়া- পাঠচক্রের অংশগ্রহণকারী তরুণ প্রজন্মের এসব সুচিন্তিত প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মানসিক ও আর্থিক সংকটের প্রভাব নারীদের উপরই বেশি পড়ছে। তারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নিম্নবিত্ত পরিবার বা নারী শ্রমিকরা আরও বেশি নির্যাতন ও প্রতিহিংসার সম্মুখীন হচ্ছে। বিচার পাওয়ার সুযোগটাও তারা পাচ্ছে না, যেহেতু থানায় কেস নিচ্ছে না। ফলে নারীর উপর সহিংসতা আগের থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে।

পরিবারের আর্থিক সংকট, চাকুরি চলে যাওয়া বা পড়ালেখা ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে না পারার কারণে যে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ও অস্থিরতার ভেতর দিয়ে অনেকে যাচ্ছে তাদের নিজেকে এ থেকে উত্তোরণে উপায় খুঁজে বের করা বা প্রয়োজনে তাদেরকে সাক্রিয়াটিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। তা নাহলে, করোনা পরবর্তী প্রতিঘাত সামলানো বা পরিবর্তিত সমাজের সাথে সমন্বয় সাধন করা তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। ইউটিউব ব্যবহার করে নিজেদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে, সৃজনশীলতার মাধ্যমে ও অভিনব আইডিয়া সৃষ্টি করে নিজেকে কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নয়মূলক কাজ করার মধ্য দিয়ে তরুণরা করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে।